COAST Trust

পূর্বাশার আলো

unicef

প্রকাশনায় শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট ট্রাস্ট

ডিসেম্বর ২০১৯, ১৯ তম সংস্করণ, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, ইউরক কক্সবাজার।

মায়ানমার হতে বাস্তুচ্যুত হয়ে কক্সবাজারের বিভিন্ন উপজেলার আশ্রয় শিবিরে বসবাসকারী রোহিঙ্গা কিশোর কিশোরীদের জন্য স্থিতিশীল ও প্রাণোচ্ছল পরিবেশ নিশ্চিত করণে ইআরপিইআরএ প্রকল্পের কার্যক্রম ক্যাম্প পর্যায়ে বাস্তাবায়িত হচ্ছে। যার মেয়াদকাল ১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯

উদযাপনঃ বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

বিগত ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ কোস্ট ট্রাস্টের উদ্যোগে ৭টি ক্যাম্প(১১, ১২, ১৪, ২০সম্প্র:, ২১ ওমান, ২২ ও ৮ই) এবং ৩টি ইউনিয়নের (রত্নাপালং, জালিয়াপালং ও টেকনাফ) মাল্টিপারপাস সেন্টারে উচ্ছ্বাসের সাথে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। এই বছরের প্রতিপাদ্য ছিল

কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে র‍্যালী

"মানবাধিকার সুরক্ষায় তারুণ্যের অভিযাত্রা"। র‍্যালী, আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগতা, খেলাধুলা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে দিবসটি উদযাপন করা হয়। আলোচনায় উঠে আসে মানবতা রক্ষায় আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রেমের বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে আমরা বিশ্বটাকে আরো সুন্দর করতে পারবো। মানবতাবিরোধী সকল কাজের বিরুদ্ধে তরুণদের সংঘবদ্ধ হয়ে আওয়াজ তুলতে হবে। তারুণ্যের শক্তিই পারে সমতার পৃথিবী তৈরী করতে।

শিশু সুরক্ষায় সিবিসিপিসি কমিটি

সিবিসিপিসি কমিটির সাথে মতবিনিময়

কমিউনিটি বেইজড চাইল্ড প্রোটেকশান কমিটির (সিবিসিপিসি) তৎপরতায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে অভিভাবকদের মধ্যে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের আওতাধীন ৭টি ক্যাম্পে মোট ৬৬টি সিবিসিপিসি গ্রুপ অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরীতে কাজ করে যাচ্ছে। গত ডিসেম্বর-২০১৯ মাসে সিবিসিপিসি কমিটির মোট ২১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে শিশু সুরক্ষার বিভিন্ন ঝুঁকি সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ইস্যু হল শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, শিশু পাচার, ইভ টিজিং এবং জেন্ডার অসমতা। কমিটির সদস্যদের উদ্যোগে বিভিন্ন ক্যাম্পের ব্লকে উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও সদস্যদের সক্রিয় করার লক্ষ্যে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষক কিশোরীদের ক্ষমতায়ন ও দ্বন্দ্ব নিরসন সম্পর্কে বলছেন

প্রশিক্ষণ হল দক্ষতা উন্নয়নের একটি কার্যকর উপায়। দুর্যোগ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্যাম্প-১৪ এবং ২২ এ "দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমণের" উপর মোট ৭০ জন রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সহিংসতার ঝুঁকি কমানো এবং ক্ষমতায়িত করার উদ্দেশ্যে ক্যাম্প ৮-ই, ২০ সম্প্রসারণের মোট ৫২ জন কিশোরী ও ১৮ জন কিশোরকে "যুব ক্ষমতায়ন ও দ্বন্দ্ব নিরসণ" বিষয়ের উপর তিন দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিশোর কিশোরীরা দুর্যোগ এবং দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরেছে।

রোহিঙ্গা অভিভাবকরা শিশু সুরক্ষায় সচেতন হয়ে উঠছেন

সভায় মতামত প্রদান করছেন একজন মা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। শিশুর সুস্থ্য ও স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে মা-বাবা অর্থাৎ পরিবারের ভুমিকা সবচেয়ে বেশি। এই প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ক্যাম্পে ৪৫০টি পিসিসি (পেরেন্টেস এন্ড কয়ার গিভার) কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের নিয়ে প্রতি মাস অন্তর মিটিং করে শিশু অধিকার ও সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করা হচ্ছে।

ক্যাম্প-১৪ এর হেড মাঝি আ: হামিদ বলেন, 'কোস্ট ট্রাস্ট এর পিসিসি ও সিবিসিপিসি কমিটির ফলে রোহিঙ্গা অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ঝুকিপূর্ণ শিশুশ্রম হ্রাস পেয়েছে।'

৯ নং ব্লকের সিবিসিপিসি কমিটির সদস্য আব্দুল আলিম এর ছেলে মো: ইলিয়াস (১২) বলেন, 'পূর্বে ভারি বোঝা বয়ে নিয়ে পাহাড়ে উঠতাম। এখন বাবা-মা ভারি বোঝা বহন করতে নিষেধ করেন।'

এই কার্যক্রমের ফলে ক্রমান্বয়ে অনেক মা-বাবাই সচেতন হয়ে উঠেছেন। এখন কোন শিশু ঝুঁকির মধ্যে থাকলে বা সম্ভাবনা দেখা দিলে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ করছেন।

COAST Trust

পূর্বাশার আলো

unicef

প্রকাশনায় শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট ট্রাস্ট

ডিসেম্বর ২০১৯, ১৯ তম সংস্করণ, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, ইউরক কক্সবাজার।

ক্যাম্প ১২ তে বর্ণাঢ্য মেলার আয়োজন

মেলায় ক্যাম্প-১২ এর সিআইসি কর্তৃক সাবান তৈরীর স্টল পরিদর্শন

আমরা জানি রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলিতে বিনোদন এবং আনন্দ উৎসবের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। একই সাথে ক্যাম্পে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা বা সেবা সম্পর্কে তাদের ধারণাও অনেকক্ষেত্রে অস্পষ্ট। আমাদের সুবিধাভোগী কিশোর-কিশোরীদের সংস্থা এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জানাতে এবং আনন্দময় একটি দিন উপহার দেবার লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাম্পে কোস্ট ইআরপিইআরএ প্রকল্প কিশোর-কিশোরী মেলার আয়োজন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৮ ডিসেম্বর ক্যাম্প ১২ তে এক বর্ণাঢ্য কিশোর-কিশোরী মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে জনাব রাশেদুল ইসলাম, ক্যাম্প ইনচার্জ এবং জনাব খন্দকার আজহারুল ইসলাম, সহকারী ক্যাম্প ইনচার্জ। অনুষ্ঠানে ক্যাম্পের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, মাঝি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মেলায় প্রায় ২০০ জন কিশোর-কিশোরী সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়। সহযোগী সংস্থা ওয়ার্ল্ডভিশন, টেরেডাস হোমস্, এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন মেলায় স্টল দেয়। মেলায় আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রোহিঙ্গা কিশোর-কিশোরীরা নিজ ভাষায় সংগীত এবং কবিতা উপস্থাপন করে। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন,"আপনাদের এই সুশৃঙ্খল আচরণে আমি মুগ্ধ। এই ধরণের অনুষ্ঠান আপনাদের ভাল কাজে ব্যস্ত রাখবে এবং খারাপ সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে সহায়তা করবে।

কাজল রেখার স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প

কাজল রেখার কাপড় সেলাই কাজ পরিদর্শন করছেন সহকারী সুপারভাইজার

কাজল রেখা সহজ সরল গ্রাম্য একজন কিশোরী। আর্থিক অনটনের কারণে কাজল রেখার বাবার পক্ষে তার ও ভাইবোনদের লেখাপড়ার খরচ বহন করতে পারছিলেন না। তাই সে স্বপ্ন দেখতো নিজে উপার্জন করে লেখাপড়া করবে। সেই স্বপ্নপূরণে লক্ষ্যে সে কোস্ট পরিচালিত জালিয়াপালং মাল্টিপারপাস সেন্টারের একজন নিয়মিত কিশোরী হয়ে ওঠে। সেখানে সে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা, মনোসামাজিক সেবার পাশাপাশি সেলাই প্রশিক্ষণও গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর তার পরিবার একটি সেলাই মেশিন কিনে দেয়। এখন সে বাড়ীতে বসে কাপড় সেলাই করে উপার্জন করছে। সে নিজের লেখাপড়ার খরচ চালানোর পাশাপাশি ভাইবোনদেরও খরচ দেয়। সেই সাথে বাড়তি টাকা সংসারে খরচ করে। তার বাব-মা এখন খুব খুশি। এখন সে স্বপ্ন দেখে নতুন কিছু করার।

সমন্বিত সেবা প্রদানের আরেক নাম মাল্টিপারপাস সেন্টার

সাবানের উপকরণ মিশ্রণে ব্যস্ত কিশোররা, ক্যাম্প-৮ই

ক্যাম্পে কাজ করতে গিয়ে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় তা হল পর্যাপ্ত জায়গার সমস্যা। এছাড়াও সমন্বিত সেবা পাওয়া একটি সমস্য ছিল। এই সমস্যা সমাধানের একটি পথ হল মাল্টিপারপাস সেন্টার। বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় মোট ৯টি মাল্টিপারপাস সেন্টার রয়েছে। সেন্টার গুলোর মধ্যে ৬টি (ক্যাম্প-৮ই, ১২, ১৪, ২০সম্প্র:,ও ২২) ক্যাম্পে এবং হোস্ট কমিউনিটি ৩টি (রত্নাপালং, জালিয়াপালং ও টেকনাফ সদর ইউনিয়ন)। সেন্টারগুলোতে ১৫ -১৮ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রথম ব্যাচে মোট ১৩৫০ জন কিশোর-কিশোরীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর-১৯ থেকে দ্বিতীয় ব্যাচের ১৩৫০ জন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বর্তমানে সেন্টার গুলোতে জীবন দক্ষতা শিক্ষা ও মনোসামাজিক সেশনের পাশাপাশি সেলাই, কম্পিউটার, সাবান, স্যানিটারি প্যাড ও সোলার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। কার্যক্রমগুলোর দ্বারা তাদের ইতিবাচক মানসিক পরিবর্তনের পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।

এক নজরে প্রকল্প কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য

ডিসেম্বর-২০১৯

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	ডিআরআর প্রশিক্ষণ	২	২
২	ক্ষমতায়ন ও দ্বন্দ্ব ব্যবস্থাপণা প্রশিক্ষণ	২	২
৩	পিসিসি মিটিং	৭৫	৭৫
৪	সিবিসিপিসি মিটিং	২১	২১
৫	টি স্টল মিটিং	১৯	১৯
৬	কানেকশান মডিউল	৩০০	২৯৩
৭	রিলিজিয়াস মিটিং	২৪	২৪
৮	দিবস উদযাপন	১	১

*৩ মাসের জন্য প্রকল্পটির মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছে। বাজেটের পরিমাণ ১৮৩১৯৩৪৬/-। সময়কাল ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত।

COAST Trust
participates in survival strategies of coastal poor

পূর্বাশার আলো

প্রকাশনায় শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, কোস্ট ট্রাস্ট

unicef

ডিসেম্বর ২০১৯, ১৯ তম সংস্করণ, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, ইউরক কক্সবাজার।

ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্টের মাল্টিপারপাস সেন্টার পরিদর্শন করলেন

ইউনিসেফের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক জিন গফ এবং চিফ ফিল্ড অফিসার জিন মেটেনিয়ার সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা নিদানিয়া মাল্টিপারপাস সেন্টার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে, জিন গফ সঙ্গীদের নিয়ে চারটি সেশন রুম পরিদর্শন করেন। তখন কিশোর-কিশোরীদের নিয়মিত সেশন চলছিল। তিনি তাদের সাথে শুভেচ্ছা এবং মতামত বিনিময় করেন। সেই সাথে তিনি কিশোরীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা ইউনিসেফের প্রতিনিধি, এখানে এসে যা শিখছ সেগুলো বন্ধু, পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশিদের সাথে ভাগ করে নেবে। তুমি সমস্যা সমাধানের জন্য গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দেবে, একজন ইউনিসেফের নায়ক হয়ে কাজ করবে এবং অবদান রাখবে। সমাজে দায়িত্ব পালন করার সময় প্রত্যেক গ্রাজুয়েটকে ইউনিফের ব্যাজ পরার পরামর্শ দেন। প্রশিক্ষণ বিষয়ে মতামত প্রকাশের সময় একজন কিশোরী বলেন, “এখানে আসার আগে আমি কম্পিউটার বিষয়ে জানতাম না এটি কিভাবে চলে, কিন্তু এখানে এসে মাইক্রোসফ্ট প্রোগ্রাম এবং ফটোশপ ব্যবহার করতে পারি। সেই সাথে বাংলা এবং ইংরেজি টাইপিং অনুশীলন করি, যা আমার কাছে খুব আকর্ষনীয়”।

ইউনিসেফ প্রতিনিধি কিশোরীদের সাথে কথা বলছেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। ছবিঃ সৈয়দ হোসেন

মোঃ তাজুল ইসলাম, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ইআরপিইআরএ প্রকল্প, মোবাইলঃ ০১৭০৮১২০৪১৮, ই-মেইলঃ tajulislam.coast@gmail.com